জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৷০ টাকা। নগদ মূল্য ৵০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

মহারাজা, রাজা, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ও বহু অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত

সোণামুখী কেশ তৈল

কেশের জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে ও গন্ধে অতুলনীয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

শ্যামা দন্তমঞ্জন

দন্ত রোগের মহৌষধ। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা।

কবিরাজ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, কবিরত্ন)
(গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টার্ড)
সোণামুখী ভবন, পোঃ মণিগ্রাম (মুর্শিদাবাদ

৩৬শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—২৭শে পৌষ বুধবার ১৩৫৬ ইংরাজী 11th Jan. 1950 | ৩২শ সংখ্যা

সাবানের সেরা

রায়সন সাবান

ব্যবসাদারদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বিনীত—

রায়সন কেমিক্যাল কোং

খাগড়া

(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

বরফ

বাজারে বাহির হচ্ছে

স্থানীয় এজেন্সীর

ও

অন্যান্য সর্ত্তাবলীর জন্য

খোঁজ লউন।

বিনীত—

বহরমপুর আইস্ কোং

খাগড়া

(পুরাতন পোষ্ট অফিসের গলি)

৪২এর অধ্যায়—

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে "হিন্দুস্থান" এর বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বলতর নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা একদিকে যেমন হিন্দুস্থানের অবিচ্ছিন্ন বহুমুখী জনসেবার পরিচয় প্রদান করে, অপর দিকে তেমনি তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধনের সহায়ক হিসাবে জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের উপর কতখানি আস্থাবান ও নির্ভরশীল তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই আস্থা ও নির্ভরশীলতা যে উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতেছে, সোসাইটির গত ১৯৪৮ সালের হিসাব-নিকাশেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়:—

নূতন বীমা	১৩,১৮,৫৭,২৫৮৲
মোট চলতি বীমা	৬৩,৪২,২৬,৯৫৯৲
প্রিমিয়ামের আয়	২,৯৫,৮০,৫৫৪৲
বীমা তহবীল	১২,০৭,২০,৪৬১৲
মোট সম্পত্তি	১৩,৪১,৫১,০০৭৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ (১৯৪৮)	৬৭,৭১,৪৪৬৲

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড.

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

বিখ্যাত কাটনীর চুণ

যাবতীয় ইমারতি কাজের ও পানে খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট ১নং পাথর চুণ পাওয়া যায়। নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন।

শ্রীপরিমলকুমার ধর
জঙ্গিপুর (ঠাকুরবাড়ীর সন্নিকট)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে পৌষ বুধবার সন ১৩৫৬ সাল

"নাই কাজ তো খই ভাজ"

—ঃ০ঃ—

রাজ্যে সুশাসনের জন্য যে বিধি প্রচলন করা হয়, তাহার নাম আইন। ব্যবস্থাপক সভায় দেশের এই সকল বিধি প্রণয়ন বা রচনা করা হয় বলিয়া এই সভাকে আইন সভা বলা হয়। এই সকল সভার সভ্যগণ সাধারণের ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সভায় যাঁহারা নির্ব্বাচিত হন তাঁহাদের মধ্যে কেহই হাতে কলমে কৃষিকার্য্য করেন না। ইঁহাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন, যাঁহাদের চাষের কোনও জ্ঞান নাই বলিলেও হয়। এই সমস্ত সহরবাসী বাবুলোকই এই আইন সভার মেম্বর হইয়া দেশের লোকের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া সভার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেন, ভোটের জোরে। এঁদের সম্বন্ধে বলা যায়—

"ভোজনে নিপুণ বটে—
অন্ন রুটি দাল—
কি সে জন্মে জিজ্ঞাসিলে
ঘটিবে জঞ্জাল।"

দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এবার স্বাধীন দেশের আইন সভার সভ্য নির্ব্বাচনের জন্য ভোটাভোটি হইবার কথা। ইংরাজের আমলেও আইন সভার সভ্য এই দেশের লোকেরাই ছিলেন। তখন একবার এই ভোটের সময় চাষার দরদী সাজিয়া আইন মেম্বরীর হুজুগ উঠিল—চাষীরা চাষ ক'রে দু'বেলা খেতে পায় না, কাজেই উৎপন্ন ফসলের অধিকাংশই যাতে তাহারা পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমির মালিকদের এদেশে 'রাজভাগী' আর যে চাষা মজুরী স্বরূপ ফসলের অংশ পায় তাহাদের চাষভাগী বা 'বরগাদার' বলা হয়। রাজভাগীর জমি বরগাদারগণ যেখানে যেমন নিয়ম প্রচলিত ছিল, তদনুসারেই বেশ সামঞ্জস্য করিয়া চাষ আবাদ করিতেছিল। উভয় পক্ষের মধ্যে কোনও গোলমাল ছিল না। হঠাৎ কোন্ উর্ব্বর মস্তিষ্কে চাষার দরদ গজিয়ে উঠে দেশে মহামারীর মত এক "অর্ডিনান্স" নামক সরকারী সাময়িক আইন উদ্ভুত হইল। আমাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় মাত্র দুইটী থানায় রাজভাগী উৎপন্ন ফসলের এক ভাগ আর বরগাদার তিন ভাগের দুভাগ পাইতে হকদার হইবে। যদি উভয় পক্ষের মধ্যে এই লইয়া কোনও মতান্তর না হয়, সাবেক নিয়মেই উভয় পক্ষ ভাগ নিতে রাজি হয়, পুরাতন প্রথাই চলিবে। যদি চাষা তিন ভাগের দুই ভাগ দাবি করে, তবে রাজভাগীর পক্ষের দুই জন, কৃষকের পক্ষের দুই জন, আর সরকারী কর্ম্মচারী একজন এঁরা যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন উভয়কে সেই ভাগ অনুসারে রাজি হইতে হইবে। এই বিচারের বিরুদ্ধে আপীলও চলিবে। এই সকল মীমাংসকগণের নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। অর্ডিনান্স চালু হইল মাত্র সাগরদীঘি আর নবগ্রাম থানায়, কিন্তু অশান্তির ঢেউ উঠিল, সারা দেশে। বিশেষ করিয়া সাঁওতাল বরগাদারেরা বেশী উত্তেজিত হইয়াছে। একটা প্রবাদ আছে "একে হনুমান, তাতে আবার রাম আজ্ঞা"। যাহারা কথায় কথায় ধনুর্ব্বাণ বাহির করে তাহাদের এই উস্কানি যে কি উত্তেজনার উদ্রেক করিয়াছে তাহা চোকে না দেখিলে বোঝা যায় না। চাষ ছাড়া সাঁওতালরা অন্য কার্য্যে যাহা উপার্জ্জন করে তাহার অধিকাংশই খায় সরকারের আফগারী বিভাগের তাড়ি বা পচুই এর ভেণ্ডারগণ। ধান পাইবামাত্র তাহা বদল দিয়া মদ কিনিয়া খায়। কেহ কেহ সরকারের আইন উপেক্ষা করিয়া নিজেরা মদ চোলাই করিয়া সপরিবারে মত্ত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করে। এই জাতি যদি একটু উস্কানি পায় তবে পাগলা জানোয়ারের মত দেশে উৎপাত বৃদ্ধি করিবে। পূর্ব্বে সাঁওতাল খুব সৎ ও সাধু ছিল, এখন এদের মধ্যে চোর ডাকাতও দেখা যায়। সরকারের গেজেটে যে সকল লোককে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এরা তাদের কাছে না ঘেঁসিয়াই নিজেরাই অনেক ক্ষেত্রে দুভাগ গাছ শুদ্ধ ধান লইয়া রাজভাগীর অংশ মাঠে ফেলিয়াই আইনের মর্য্যাদা রাখিতেছে। এই অর্ডিনান্স দ্বারা কুফলই ফলিতেছে। এই অর্ডিনান্স সুস্থ দেশকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।

নোটীশ

মুর্শিদাবাদ জেলার নিম্নলিখিত ২টী রুটে ২খানি বাস মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

(১) বহরমপুর কোর্ট ষ্টেসন হইতে সিভিল কোর্ট—গোরাবাজার—কালেক্টরী আফিস—গ্রাণ্ট হল—খাগড়া—সৈদাবাদ—মণীন্দ্র কলোনী—বাঞ্জেটীয়া—ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আফিস—১খানি

(২) বহরমপুর ষ্টেসন হইতে সিভিল কোর্ট—গোরাবাজার—কালেক্টরী আফিস—গ্রাণ্ট হল—খাগড়া—সৈদাবাদ হইতে কাশিমবাজার চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারীর উত্তর সীমানা পর্য্যন্ত—১খানি

নিম্নলিখিত দুইটী রুটে ডিসেল অয়েল ইঞ্জিন চালিত দুইখানি বাস মঞ্জুর করা হইয়াছে :—

(১) বহরমপুর হইতে গড়াইমারী ঘাট রুট—১খানি

(২) বহরমপুর হইতে তেহট্ট ভায়া হরিহরপাড়া—রুকুনপুর—ঝাঁঝা—প্রতাপপুর—১খানি

যে সকল ব্যক্তিগণ উপরিলিখিত রুটের জন্য দরখাস্ত করিতে চাহেন তাঁহারা আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ মধ্যে ছাপান ফরমে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত করিবেন। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে তাহা বিবেচিত হইবে না। বিশেষভাবে জানান যায় যে ১০ই ফেব্রুয়ারীর পর কোনও দরখাস্ত গ্রহণ করা হইবে না। ইতি—

এম্, এম, মুখার্জ্জি
সেক্রেটারী, রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটী
৩।১।৫০ মুর্শিদাবাদ।

সাধ যায় বৈরাগী হ'তে
বুক ফাটে মচ্ছব দিতে।

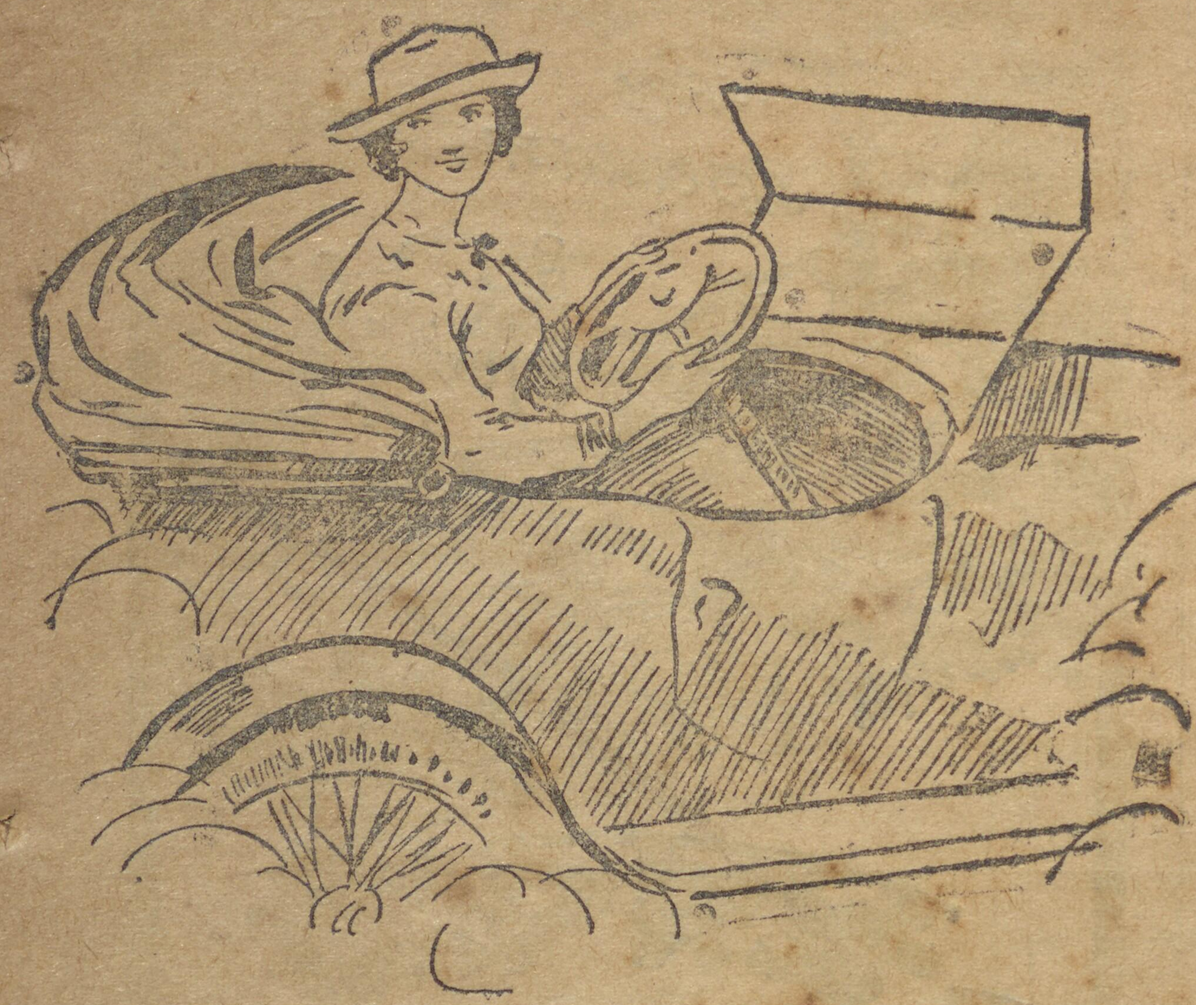

দেশের চাল বা দেশের চলন
অসভ্য বলিয়া যাহারা কয়,
বিদেশীগণের নকল-নবিসী
করিতে ব্যস্ত সব সময়।

মেমের ছেলেকে আয়া নিয়ে থাকে,
কুকুর শাবকে সে নিয়ে কোলে,
'টম্' 'পপী' 'জন' 'টাইগার' নামে
আদর করে কি মধুর বোলে!

এ নকল করা নহে তো শক্ত—
চাইতেও মিলে কুকুর ছানা,
শিস্ দিয়ে ডাকা তাও শেখা যায়,
নড়ানোও সোজা রুমাল খানা।

হীল তোলা জুতো কতই বা দাম?
আধা দামে মিলে পুরানো হাটে।
মাথার ঘোমটা খুলে ফেল যদি
কাহার ক্ষমতা—মাথাটা কাটে!

পায়ের আলতা ঠোঁটে মাখ যদি,
মুখে মাখা সোজা খড়ির গুঁড়ো,
উল্লু বলিলে কি করিবে বল
বাপের বয়সী চাকর বুড়ো।

উপরের ছবি করিয়া নজর
এতুটী ফ্যাসান নকল কর,
ম্যাডাম বলিয়া করিব সেলাম,
বলিব সাবাস্ নকলে দড়।

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত প্রেসে পাইবেন।

মণ্ডলপুর

গঙ্গাধর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

আমি রামপুরহাট টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া স্বনামধন্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ কবিরত্নের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া স্বগ্রামে এই ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছি। এখানে নানাবিধ অরিষ্ট, আসব, তৈল, ঘৃত, চ্যবনপ্রাশ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ঔষধ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখি। বিদেশী রোগিগণের থাকিবার সুব্যবস্থা আছে। গরীব রোগিদিগকে বিনা পারিশ্রমিকে যত্নসহকারে ব্যবস্থা দিয়া থাকি। অল্প সময়ের মধ্যে অনেকগুলি রোগী আমার চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিয়াছে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রেজিষ্টার্ড কবিরাজ শ্রীস্বয়ম্ভুপদ বিদ্যারত্ন

আয়ুর্ব্বেদরত্ন ও বিশারদ

কবিরাজ ৺অবনীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদের পুত্র

মণ্ডলপুর, পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ।

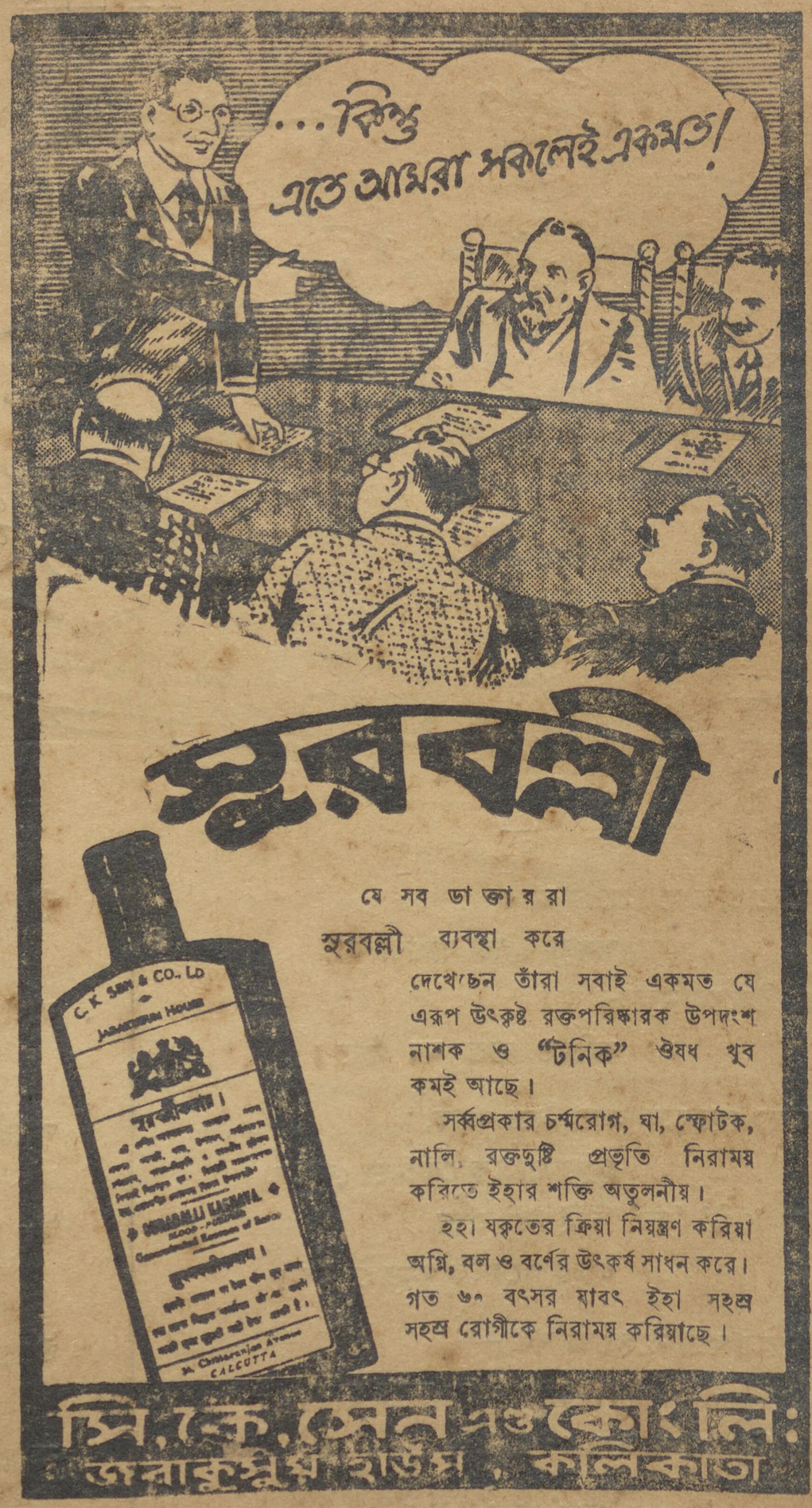

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার গাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত